بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবা (২০ জুলাই ২০১২)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২০ জুলাই ২০১২-এর (২০ ওফা, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بسْم الله الرَّحْمَن الرَّحيم * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمينَ * الرَّحْمَن الرَّحيم * مَالك يَوْم الدِّين * إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإيَّاكَ نَسْتَعينُ * اهْدنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقيمَ * صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْر الْمَغْضُوب عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

সাধারণত আমরা যখন আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আশিস ও পুরস্কার (অবতীর্ণ হতে) দেখি তখন আল্লাহ্ তা'লার আশিস ও পুরস্কারের কথা স্মরণ করে অনেকেরই 'আল্ হামদ' শব্দার্থের গভীরতা ও এর মর্ম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও মুখ থেকে আলহামদুলিল্লাহ্ বাক্য উচ্চারিত হয়। একটি বিশেষ পরিবেশে বেড়ে উঠার কারণে তারা এটি জানে লৌকিকতা করে হলেও তাকে অবশ্যই আলহামদুলিল্লাহ্ বলতে হবে। একজন স্বল্প জ্ঞানীরও জানা আছে, এ অবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রশংসার দিকে ইঙ্গিত করে এমন শব্দ উচ্চারণ করতে হবে। অতএব প্রতিটি এমন অবস্থায়, যেখানে আনন্দ পাওয়া যাচ্ছে, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আশিস বর্ষিত হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে কোন পুরস্কার দেয়া হচ্ছে অথবা আল্লাহ্ আমাকে দান করছেন বলে অনুভূত হচ্ছে তখন প্রত্যেক আহমদীর মুখ থেকে আলহামদুলিল্লাহ্ অবশ্যই উচ্চারিত হতে হবে। বক্তিগত পর্যায়ে আনন্দের মুহূর্ত হোক অথবা জামাতের উপর আল্লাহ্‌র আশিস বর্ষিত হবার কথা হোক, প্রতিটি এমন মুহূর্তে প্রত্যেক আহমদীর মুখ থেকে আলহামদুলিল্লাহ্ বাক্য উচ্চারিত হওয়া উচিত। এ বাক্যটি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে এবং এর মর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে এ বাক্য পাঠ করলে তা সেই ব্যক্তির জন্য অধিক কল্যাণের কারণ হবে। আমরা আহমদীরা অনেক সৌভাগ্যবান! কারণ আমরা এ যুগের ইমাম ও মসীহ্ মওউদকে মেনেছি। আর এই ঈমান আনার কারণে আলহামদুলিল্লাহ্ অথবা কুরআনের অন্য কোন আয়াতের অর্থ ও এর মূল বিষয়বস্তু বুঝতে আমাদের কষ্ট হয় না। তবে শর্ত হল, এর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে জ্ঞান লাভ করে আমাদের তা অবহিত করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিভিন্ন ভাবে আলহামদুলিল্লাহ্'র ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে আমি 'হামদ' শব্দের একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভাষায় আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি, তিনি (আ.) বলেন **'স্বরণ রেখ! হাম্‌দ সেই প্রশংসাকে বলে যা কোন প্রশংসাযোগ্য সত্তার ভালো কাজের জন্য করা হয়ে থাকে। এছাড়া এমন পুরস্কার প্রদানকারীর প্রশংসাকেও (হাম্‌দ) বলা হয় যিনি স্বপ্রণোদিত হয়ে পুরস্কৃত করেন এবং স্বেচ্ছায় অনুগ্রহ করেন। প্রকৃত হাম্‌দ একমাত্র সেই সত্তার জন্য প্রযোজ্য– যিনি সকল কল্যাণ ও আলোর উৎস। তিনি অসচেতনভাবে অথবা নিরুপায় হয়ে কারো প্রতি অনুগ্রহ করেন না বরং জেনে-শুনে ও যথোচিতভাবে অনুগ্রহ করে থাকেন। হাম্‌দ এর এ অর্থ অনুসারে এই গুণাগুণ শুধুমাত্র সর্বজ্ঞাত ও সর্বদ্রষ্টা খোদার সত্তায়-ই বিদ্যমান। তিনি হলেন**

অনুগ্রহকারী। আদি-অন্তের সকল অনুগ্রহ তাঁর পক্ষ থেকেই। ইহ ও পরকালে একমাত্র তিনিই হলেন সকল প্রশংসার অধিকারী। অন্যদের জন্য যেসব প্রশংসা করা হয় তারও প্রত্যাবর্তন স্থল তিনিই'।

এ হল 'হামদ' শব্দের বিস্তারিত ব্যাখ্যা। এ সব কিছু দৃষ্টিপটে রেখে যখন আলহামদুলিল্লাহ্ বলা হয় তখন তা সত্যিকার হাম্‌দ বা প্রশংসায় রূপান্তিত হয়। আর একজন মু'মিনকে এভাবেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা করা উচিত। পবিত্র কুরআনে হাম্‌দ শব্দটি অনেক স্থানে আল্লাহ্ তা'লার গুণকীর্তন করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এখন আমি পঠিত উদ্ধৃতির আলোকে কিছু আলোকপাত করব। এ উদ্ধৃতিতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হাম্‌দ এর ব্যাখ্যায় যেসব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তা হল, প্রথমতঃ এমন প্রশংসা (-কে হামদ বলা হয়) যা প্রশংসাযোগ্য কোন সত্তার ভালো কাজের জন্য করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন মানুষের প্রশংসা করা হয়ে থাকে, কিন্তু তিনি বলেন, সবচেয়ে বেশি প্রশংসার পাবার যোগ্য আল্লাহ্ ছাড়া আর কে হতে পারে? কাজেই সর্বদা মনে রাখতে হবে, সমস্ত প্রশংসার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্ তা'লা, কেননা তিনি হলেন সবচেয়ে বেশি প্রশংসার যোগ্য। তাই তিনি (আ.) বলেন, এমন পুরস্কার দাতার প্রশংসা যিনি নিজ ইচ্ছায় পুরস্কৃত করেন। অতএব আল্লাহ্ তা'লার পুরস্কার যখন অবতীর্ণ হয় তখন পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তি তার কাজের জন্য নয় বরং আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছাতেই তা লাভ করে। আল্লাহ্ তা'লা অনেক সময় রহমানিয়্যতের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে কোন কর্ম ছাড়াই অযাচিত ভাবে দান করেন অথবা যতটা কাজ করেছে তারচেয়ে অনেক গুণ বৃদ্ধি করে দান করেন। আবার রহীমিয়্যতের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে পুরস্কৃত করলে তাও আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছেতেই হয়। আল্লাহ্ তা'লাই বান্দাকে সুযোগ দিয়ে থাকেন যেন সে কোন কাজ করতে পারে বা দোয়া করতে পারে— যার কল্যাণে সুফল প্রকাশিত হয় এবং আল্লাহ্ তা'লা বান্দার প্রতি অনুগ্রহ করেন। আর তৃতীয়তঃ তিনি (আ.) বলেছেন, **'নিজের মর্জি মোতাবেক অনুগ্রহ করেন'।** আর নিজের মর্জি অনুযায়ী অনুগ্রহ বা অন্য কোন কাজ করার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র চেয়ে বড় আর কে আছে? তিনি তাঁর বান্দার প্রতি অনুগ্রহ করেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বান্দার প্রতি অনুগ্রহ করতে চান আর তাই তিনি তাঁর অনুগ্রহের পরিধি সুবিস্তৃত করে রেখেছেন। আর আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি যখন তাঁর মর্জির সাথে যুক্ত হয় তখন পুরস্কার, আশিস ও অনুগ্রহের এমন বারিধারা বর্ষিত হয় যা মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। এর দৃষ্টান্ত এখন আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতের সাথেই দেখতে পাই। কেননা আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি ও সিদ্ধান্ত তাঁর বিজয়ের কথা ঘোষণা করেছে। পরে তিনি (আ.) বলেছেন, **'সেই সত্তা প্রকৃত প্রশংসার যোগ্য যাঁর পক্ষ থেকে সমস্ত কল্যাণ ও নূরের ঝর্ণা প্রবাহিত হয়'।** কাজেই মানুষ যখন الحمد لله বলে তখন সে যেন এ কথা ভেবেই বলে যে, একমাত্র আল্লাহ্ তা'লার সত্তা হতেই মানুষ কল্যাণমন্ডিত হয় এবং সেই সত্তাই পৃথিবী ও আকাশের নূর। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ অর্থাৎ আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবীর নূর (সূরা আন্ নূর: ৩৬)। যেহেতু তিনি নূর তাই মানুষের উচিত তাঁর পানে প্রত্যাবর্তন করা, তাঁর দিকে এগিয়ে যাওয়া এবং তাঁর সমীপে বিনত হওয়া, আর এমন মানুষ এভাবে সত্যিকার গুণকীর্তনকারী হয়ে অন্ধকার হতে আলোর পথে এগিয়ে যায়। এখানে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের আরেকটি অধ্যায় শুরু হয়। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ অর্থাৎ যারা ঈমান আনে আল্লাহ্ তা'লা তাদের বন্ধু হয়ে যান এবং তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে আসেন (সূরা আল্ বাকারা: ২৫৮)। আর আল্লাহ্ তা'লা যেসব বান্দার বন্ধু ও অভিভাবক হয়ে যান তাদের কাছে الحمد لله'র নতুন অর্থ প্রকাশিত হয় এবং আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের নবধারা সূচিত হয়। সত্যিকার গুণকীর্তনকারীরা আল্লাহ্ তা'লার আশিসের উত্তরাধিকারী হয়ে যায় এবং এ উত্তরাধিকারী হবার এক অসীম ধারা প্রবর্তিত হয়। একের পর এক আশিস বর্ষিত হতে থাকে। তিনি (আ.) আরো বলেন, মনে রাখার মত কথাটি হল, আল্লাহ্ তা'লা কারো প্রতি অজ্ঞের ন্যায় অনুগ্রহ করেন না আর কোন অপারগতা হেতুও অনুগ্রহ করেন না বরং তিনি পুরোপুরি জেনে-শুনেই

অনুগ্রহ করেন। তিনি জানেন, আমি এ অনুগ্রহ করছি এবং এ অনুগ্রহের কোন প্রতিদানও নিব না। কিন্তু বান্দাদের তিনি বলে দিয়েছেন, তোমরা যদি কৃতজ্ঞ হও, প্রকৃত গুণকীর্তন কর এবং খাঁটি ইবাদত কর তবে لَأَزِيدَنَّكُمْ তোমরা আরো বেশি পাবে। আমার এ সব পুরস্কার ও অনুগ্রহ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তোমরা আমার এই পুরস্কার ও অনুগ্রহরাজি শুধু ইহজগতেই পাবে না বরং পরজগতেও এসব পুরস্কার ও অনুগ্রহ পাবে। প্রকৃত গুণকীর্তনের অফুরন্ত ফল তোমরা খেতে থাকবে। তিনি (আ.) আরো বলেছেন, স্মরণ রেখ! এ পৃথিবীতে তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য যে কারো অথবা তাঁর কোন সৃষ্টির প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর তাও মূলতঃ আল্লাহ্ তা'লার প্রতিই হয়ে থাকে আর তাই হওয়া উচিত।

একজন খাঁটি মু'মিনের জানা উচিত এবং জ্ঞান থাকা উচিত, সকল প্রশংসার কেন্দ্র বিন্দু আল্লাহ্। কারণ তিনিই সকল শক্তির আধার। আকাশ এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সে জীব হোক বা জড়— সব কিছুর স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ্।

উদ্ভিদ ও প্রাণী জগৎ এবং মানব জাতি এ সবই আল্লাহ্র সৃষ্টি। আর এগুলোর মাঝে তিনি বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছেন যদ্বারা মানুষ উপকৃত হয়। অতএব কোন জিনিসের বা কোন মানুষের নিজস্ব কোন গুরুত্ব নেই যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লা তার মাঝে ঐসব গুণ বা শক্তি সৃষ্টি না করেন যদ্বারা মানুষ উপকৃত হতে পারে। এ পৃথিবীর বুকে আমরা অগণিত জিনিস দেখি যার মাঝে আল্লাহ্-ই উপকার করার মত গুণাবলী সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আল্লাহ্ না চাইলে এগুলো থেকে মানুষ কোন উপকার পেতে পারে না। কাজেই প্রত্যেকে যখন প্রতিটি বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্র ইচ্ছা ও মর্জির অধীনে এবং তাঁর প্রকৃতির বিধান মতই লাভ করছে তখন আল্লাহ্ ছাড়া অন্যদের দ্বারা উপকৃত হবার পরও আল্লাহ্র প্রতিই প্রকৃত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত এবং তাঁরই প্রশংসা করা উচিত। কেননা তিনিই এসব উপকরণ সৃষ্টি করেছেন যার ফলে আল্লাহ্র বান্দারা উপকৃত হচ্ছে, একজন মু'মিন উপকৃত হচ্ছে। তবে হ্যাঁ! এ নির্দেশও রয়েছে, তোমরা বান্দাদের প্রতিও কৃতজ্ঞ হও। তোমরা যদি কোন মানুষের কাছ থেকে উপকৃত হও তবে তার প্রতিও কৃতজ্ঞ হও। যদি তোমরা অন্যের দ্বারা উপকার পাও তাহলে তার প্রতিও কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। আল্লাহ্ তা'লা তাকে আমার উপকারের জন্য নিযুক্ত করেছেন, আমার উপকারের মাধ্যম বানিয়েছেন, আমার উন্নতির মাধ্যম বানিয়েছেন- এ নিয়্যতে যদি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় তবে এটিও হবে আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া। এ কৃতজ্ঞতা সেই প্রভু-প্রতিপালকের যিনি সমগ্র জগতের প্রভু-প্রতিপালক, যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের ও অন্যদের প্রতিপালনের উপকরণও সৃষ্টি করেছেন। মানুষ কোন বান্দাকে প্রতিপালক বানায় না এবং এটি মনে করে না যে, এই ব্যক্তির জন্যই আমার এ কাজ হয়েছে অথবা আমি সবকিছু পেয়েছি। অতএব আল্লাহ্ তা'লাই প্রকৃত প্রতিপালক যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রভু-প্রতিপালক।

অতএব এটি এক মু'মিনের বৈশিষ্ট্য, সে যখন মানুষের অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তখন সে আল্লাহ্ তা'লাকে সমস্ত অনুগ্রহের উৎস জ্ঞান করে। বরং সে যখন কারো পক্ষ থেকে সদ্ব্যবহার প্রত্যক্ষ করে তখন সে সেই সদ্ব্যবহারের কারণও আল্লাহ্ তা'লার সত্তাকেই জ্ঞান করে, কেননা তিনিই অন্যদের হৃদয়ে সদ্ব্যবহারের বাসনা সৃষ্টি করেন। অতএব একজন প্রকৃত মু'মিন যার দ্বারাই উপকৃত হোক না কেন এর জন্য তার চিন্তা চেতনা আল্লাহ্র প্রতিই ধাবিত হয়। এ অবস্থার সৃষ্টি হলে সেটিই হবে প্রকৃত হাম্দ বা গুণকীর্তন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে বলেছেন। আল্লাহ্র কৃপায় জামাতের অধিকাংশ মানুষ এমন চিন্তায় সমৃদ্ধ হয়েই আল্লাহ্র গুণকীর্তন করে এবং করা উচিত। কেননা এমন গুণকীর্তনের সাথে ঈমানেরও উন্নতি হয়। তথাপি জামাতী ভাবেও আমাদের এমন চিন্তা-চেতনা রাখা উচিত। কেননা পৃথিবীর সর্বত্র আল্লাহ্ তা'লা বিভিন্ন ক্ষেত্রে জামাতকে যে অগ্রগতি ও উন্নতি দান করছেন সেজন্য আমাদের উচিত, আমরা যেন আল্লাহ্র গুণকীর্তন করি এবং الحمد لله-এর প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করি। আর

সর্বত্র যখন এভাবেই আল্লাহ্‌র গুণকীর্তন করা হবে তখন আল্লাহ্‌র আশিসের বারিধারাও নিশ্চিত ভাবে পূর্বাপেক্ষা অধিক হারে বর্ষিত হবে। প্রকৃত হাম্‌দ মানুষের মাঝে একটি আধ্যাত্মিক বিপ্লব সৃষ্টি করে থাকে, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শির্‌ক থেকেও রক্ষা করে, একজন মানুষকে সত্যিকার দাস বা বান্দা বানায়, আল্লাহ্ তা'লা যেসব কাজ করার নির্দেশ দিয়েছে তা অন্বেষণ করে সেগুলোর উপর অনুশীলণ করার প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি করে। আর মানবীয় মূল্যবোধ অবলম্বন করে উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনের প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করে।

অতএব এমন গুণকীর্তন করার ব্যাপারে আমাদের অনুসন্ধিৎসু থাকা উচিত। গত জুমুআর খুতবা যা আমি কানাডাতে প্রদান করেছি তাতে আমেরিকা ও কানাডার যুবকদের উল্লেখ করেছি। আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত তৌফিকে তারা জামাতের কাজে অনেক কর্মতৎপর হয়েছে। আর বিশেষ করে পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তারা অন্যদের তুলনায় যথেষ্ট এগিয়ে রয়েছে। আর এই পারস্পরিক যোগাযোগের সুফলও পরিলক্ষিত হচ্ছে। অনেক শিক্ষিত মানুষের সাথে তাদের যোগাযোগ হয়েছে। এসব দেশের ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিবর্গের সাথে তাদের যোগাযোগ হয়েছে। আর এই যোগাযোগের ফলে যখন আমি সেখানে গিয়েছি তখন আমার সাথেও অনেককে সাক্ষাত করানো হয়েছে। তাদের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছে। অধিকাংশই আমাদের মিশন হাউজে এসে সাক্ষাত করেছেন। বড় বড় মানুষ! যাদের ব্যাপারে সাধারণত ধারণা করা হয়, তারা হয়তো আসবেন না। এরা এমন (বিভিন্ন) দেশের নীতি-নির্ধারক, যারা বিশ্বব্যাপী কর্তৃত্ব করে, বিশ্বের নীতি নির্ধারণ করে— তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার ও বুঝানোর সুযোগ হয়েছে। এই সর্ম্পকের কারণেই এ সুযোগ ঘটেছে। আর আমি যেভাবে বলেছি, এক্ষেত্রে যুবকরাই বড় ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু ঐসব যুবক! তারা আমেরিকারই হোক বা কানাডার অথবা বিশ্বের অন্য যে কোন দেশেরই হোক না কেন, আমি তাদের মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট করতে চাচ্ছি, কোন জাগতিক সর্ম্পককে নিজেদের চূড়ান্ত সফলতা মনে করবেন না। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে একটি সুযোগ দিয়েছেন, আপনারা এই জাগতিক লোকদের নিকট পৌঁছতে পেরেছেন, তাদের নিকট প্রকৃত ও ন্যায় ভিত্তিক ইসলামী শিক্ষা পৌঁছাতে পেরেছেন অথবা আপনারা আমার সাথে ঐ লোকদের সাক্ষাত করিয়েছেন অথবা কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন— যেখানে খোদা তা'লা আমাকে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা তাদের সামনে তুলে ধরার সুযোগ দিয়েছেন। আর সেসব দেশের বড় বড় মানুষ যারা বিশ্বের নীতি নির্ধারণ করে থাকেন তাদেরকে প্রজ্ঞার সাথে এটি বলার সুযোগ পেয়েছি, বিশ্ব পরিচালনা পদ্ধতি কেমন হতে পারে।

অতএব প্রথমতঃ আমি গোটা বিশ্বের আহমদী যুবকদের বলতে চাই, বিশেষভাবে আমেরিকা ও কানাডার যুবকদের বলছি কেননা সম্প্রতি আমি তাদের জামাত সফর করে এসেছি— (বাইরের লোকদের সাথে) নিজেদের যোগাযোগ বৃদ্ধি বা কোন সফলতা আপনাদের যোগ্যতা বলে হয়েছে— এমনটি মনে করবেন না। বরং একে খোদা তা'লার কৃপা জ্ঞান করে খোদা তা'লার গুণকীর্তন করুন- তিনি আপনাদেরকে সম্পর্ক গড়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। এই সর্ম্পকের উদ্দেশ্য আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করা নয় আর এটি হওয়াও উচিত নয়। এর উদ্দেশ্য, জগতকে দিক নির্দেশনা প্রদান করা এবং জগতকে সোজা পথে চলার দিশা দেখানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করা। তারা মেনে না নিলেও কমপক্ষে আমাদের দায়িত্ব তো পালন হচ্ছে। বিশ্বকে যেন বিশৃংখলা ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা যায়। কেননা বিশ্ব যেদিকে অগ্রসর হচ্ছে তা যদি অব্যাহত থাকে তবে নিশ্চিত অনেক বড় ধ্বংসযজ্ঞ সামনে অপেক্ষা করছে। জগতকে যেন খোদামুখী করা যায়। কারো মনে যদি এমন ধারণা থাকে, এই সর্ম্পকের সাথে হয়তো আমাদের কোন স্বার্থ জড়িত রয়েছে অথবা আমাদের কোন নিজস্ব যোগ্যতা বলে এই সর্ম্পক সৃষ্টি হয়েছে অথবা আহমদীয়া জামাতের উন্নতি এর সাথে সম্পৃক্ত— তবে তারা বোকার স্বর্গে বাস করছে। যেভাবে আমি প্রশংসার বিষয়বস্তুতে এটি সুস্পষ্ট করেছি। এটি আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায়— তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতকে উন্নতি দান করবেন। আর এই উন্নতির

সোপান অর্জনের লক্ষ্যে এগুলো আমাদের নগণ্য চেষ্টা মাত্র। আর যে ফলাফল অর্জিত হচ্ছে তা কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপা ও অনুগ্রহে হচ্ছে।

অতএব প্রত্যেক চেষ্টার সুফল কারো ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও পরিশ্রমের তুলনায় আল্লাহ্ তা'লার কৃপার কল্যাণেই বেশি হয়। বরং প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপাতেই হয়ে থাকে। আমরা যদি এই চিন্তাধারাকে প্রতিষ্ঠিত রাখি তবে খোদার কৃপা আরো বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আর এসব জাগতিক মানুষের কাছ থেকে আমরা কিছু নিতে চাই না আর আমাদের এটি উদ্দেশ্যও নয়। আমার আমেরিকা সফরের রির্পোট আল্ ফযলের পাঠকরা হয়ত পড়ে থাকবেন। এটি আমেরিকার সেই স্থান ও ভবন যাকে 'ক্যাপিটাল হিল' বলা হয়, যেখানে আমেরিকার কংগ্রেস এবং সিনেটরা বসে বিভিন্ন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। এছাড়া সেখানে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বিভাগের অফিসও রয়েছে। সেখানকার একটি হলে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় যাতে আমি তাদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেয়ার সুযোগ লাভ করি। আমাদের বিরোধীদের কতক উক্ত অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে আমাদের বিরুদ্ধে তথা জামাতের বিরুদ্ধে (মানুষকে) প্ররোচিত ও উত্তেজিত করার চেষ্টা করেছে। বিশেষ ভাবে পাকিস্তানে আহমদীদের বিরুদ্ধে মানুষকে চরমভাবে উত্তেজিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এতে তারা তেমন সফল হতে পারে নি। তাদের মতে আমি আহমদীদের জন্য মার্কিন সরকারের কাছে সাহায্য চাইতে গিয়েছি অথবা নাউযুবিল্লাহ্ দেশের বিরুদ্ধে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করতে গিয়েছি। আমি সেখানে তাদের উদ্দেশ্যে যা বলেছি তা শুনে এরা যদি ন্যায় পরায়ণতার দৃষ্টিতে দেখে (যদিও তাদের সেই দৃষ্টি নেই) তাহলে তারা স্বয়ং সিদ্ধান্ত নিতে পারবে যে, আমি তাদের কাছ থেকে কিছু নিতে গিয়েছি না কি তাদেরকে কিছু দেবার উদ্দেশ্যে বা তাদেরকে কিছু বলার উদ্দেশ্যে গিয়েছি। আল্লাহ্ তা'লার সত্তার উপর আমাদের পূর্ণ ভরসা রয়েছে। জামাতের উন্নতি হয় আল্লাহ্ তা'লার কৃপায়, কোন সরকারের সাহায্যে নয়। আমাদের হৃদয়ে কখনো এমন চিন্তাও আসে না। দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রশ্ন যদি আসে— সেক্ষেত্রে আমরা তাদের চেয়ে আমাদের দেশকে বেশি ভালবাসি। এদের পাকিস্তান গঠনেও কোন অবদান ছিল না আর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকল্পেও কোন ভূমিকা নেই। বরং এরা তো দু'হাতে দেশের সম্পদ লুণ্ঠন করছে এবং দেশকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। নেয়ার প্রশ্নে আমি এটিও উল্লেখ করতে চাই, ২০০৮ সালে খিলাফত জুবিলী জলসায় যখন আমি সেখানে (আমেরিকাতে) গিয়েছিলাম তখন সেখানে একটি সংবর্ধনারও আয়োজন করা হয়েছিল আর এতে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এসেছিলেন। সেখানে কেবল একজন সিনেটর সামান্য একটু সময়ের জন্য এসেছিলেন, পাঁচ মিনিট বসে তিনি চলে যান, তাও আবার অনুষ্ঠান শুরুর পূর্বে। সিনেটর বা কংগ্রেসের আর কেউ ছিল না। যতদূর আমার স্মরণ আছে, তার সাথে আমার দু'মিনিট কথা হয়েছে। আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি আমার কাছে কি চান? আমার মনে হল, উনি আসলে বলতে চাইছেন— কি চাইতে এসেছ? কেননা পাকিস্তানীদের সম্পর্কে তাদের এমনই ধারণা, কাজেই সম্ভবত কিছু চাইতে এসেছে। আমি তাকে বললাম, আমি তোমাদের কাছে কিছুই চাইতে আসি নি। **আমি তখন তাকে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কোন পথ অবলম্বন করা উচিত এবং কেমন পলিসি বানানো উচিত সে প্রসঙ্গে বলেছিলাম।** যাহোক আমি যে কথা বলছিলাম, ঐ একজন সিনেটরই এসেছিলেন যিনি আমার সাথে মাত্র কয়েক মিনিট কথা বলেছেন। এরপর চলে গেছেন। কিন্তু ক্যাপিটাল হিলে যে অনুষ্ঠান হয়েছিল আমার নিকট তার গুরুত্ব এতটুকুই ছিল, যদি এসব নেতা একত্রিত হন এবং বুদ্ধিজীবি শ্রেণী যদি সেখানে আসেন তাহলে তাদের উদ্দেশ্যে ইসলামী শিক্ষার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা এবং তাতে হয়ত বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার ইচ্ছা সৃষ্টি হবে। উক্ত অনুষ্ঠানের একদিন পূর্বে সিএনএন-এর প্রতিনিধি আমার সাক্ষাৎকার নিয়েছে, অন্যান্য বিষয় ছাড়াও সে আমাকে বলে যে, তোমাদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাই কেমন লাগছে? আমি তাকে বললাম, (আমার মুখ থেকে ঠিক এ কথাটিই বের হল) আমার জন্য এটি তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ

নয় যার কারণে আমি প্রয়োজনাতিরিক্ত অবেগাপ্লুত হব (তার কথায় বোঝা যাচ্ছিল, সে ভেবেছিল এর ফলে আমি খুবই উত্তেজনার মধ্যে আছি, আমি বললাম) আমার আমেরিকাতে আসার প্রধান উদ্দেশ্য হল, আপনজনদের সাথে সাক্ষাত করা এবং তাদের ধর্মীয়, চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা। সে বলল, তোমার এ কথায় আমেরিকার রাজনীতিবিদদের বড় ধাক্কা খাবার কথা। কেননা তুমি তাদেরকে কোন গুরুত্বই দিচ্ছ না। এরপর সে হাসতে হাসতে বলল, আমি তোমার এ কথা আমেরিকার রাজনীতিবিদদেরকে বলব না।

মোটকথা একজন জাগতিক মানুষের দৃষ্টিতে উক্ত অনুষ্ঠান অনেক গুরুত্ব বহন করে ঠিকই কিন্তু আমাদের কাছে না এর কোন গুরুত্ব আছে আর না-ই বা থাকা উচিত। তবে হ্যাঁ, উত্তম চরিত্র বহিঃপ্রকাশের লক্ষ্যে আমরা অবশ্যই তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। অনুরূপভাবে এই অনুষ্ঠানের পূর্বে বিভিন্ন জনের সাথে যখন সাক্ষাত হচ্ছিল, সেখানকার সেনাবাহিনীর মধ্যে বিভিন্ন ফির্কার যাজক রয়েছে, তারাও আমাদের একজন আহমদীর সাথে সম্পর্কের খাতিরে আমার সাথে সাক্ষাত করতে আসে। তারা চার-পাঁচ জন ছিল। তাদের মধ্যে একজন আমাকে বলল, কাল তোমাকে কংগ্রেসে গিয়ে সিনিয়রদের সম্মুখে বক্তব্য রাখতে হবে, এজন্য তুমি বিচলিত হচ্ছো না তো? আমি তাকে বললাম, মোটেও না। আমি তো কুরআন ও ইসলামের কথা বলব। আমি মনে করি না যে এতে বিচলিত হবার কিছু আছে। আল্লাহ্ তা'লা বিভিন্ন স্থানে বক্তব্য প্রদানের সৌভাগ্য দিচ্ছেন।' তখন সে নিজেই বলতে থাকে, আমরা যদি কখনো এমন সুযোগ পাই তবে খুব কষ্ট হয়। কখনো কখনো অস্থির হয়ে পড়ি। অথচ আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রায়ই বক্তৃতা দিয়ে থাকি। এটি এজন্য যে এরা নিঃসন্দেহে ধর্ম যাজক, স্ব-স্ব ধর্মের রীতি-নীতি পালন করার জন্য এদের নিযুক্ত করা হয়েছে বা তাদের ধর্মীয় নেতা ধরে নেয়া যায়, কিন্তু এরা পার্থিব মোহে আচ্ছন্ন। ক্যাপিটাল হিল নামটিই এদের জন্য একটি আকর্ষণীয় কিছু, তা সে আমেরিকানই হোক না কেন। কিন্তু এক খোদায় বিশ্বাসীদের জন্য খোদা-ই সবকিছু আর এমনটিই হওয়া উচিত। অনুরূপভাবে জামাতের বিরুদ্ধে আপত্তিকারীরাও বস্তুবাদীদের দ্বারা প্রভাবান্বিত, যেভাবে এরা হচ্ছে এবং এরা প্রভাবান্বিত হবার কারণে কখনো এ সুযোগ পায় নি। তাদেরও সভা-সমাবেশ হয়ে থাকে। আমাদের মধ্য হতে কেউ কেউ হয়তো গিয়ে সাক্ষাতও করে এবং ইসলামের বাণী পৌঁছায়, আল্লাহ্ তা'লার বাণী পৌঁছায়, পবিত্র কুরআনের বাণী পৌঁছায়। অনুষ্ঠান শেষে কংগ্রেসের লোকজন পরস্পর কথা বলছিলেন যা আমাদের একজন আহমদী শুনে ফেলেন। তারা বলছিলেন, মুসলমান নেতাদের এমন-ই হওয়া উচিত, স্পষ্ট করে কথা বলা প্রয়োজন, যা সত্য তাই বলা উচিত এবং বলীষ্ঠ কণ্ঠে বলা প্রয়োজন। এমনটিই ছিল তাদের প্রতিক্রিয়া। আজ পর্যন্ত কোন মুসলমান নেতা বরং কোন রাষ্ট্র প্রধানকেও আল্লাহ্ তা'লা এ সৌভাগ্য দেন নি। এজন্য দেননি যে তারা ধর্মের উপর পার্থিবতাকে প্রাধান্য দিয়েছে।

অতএব যুবকগণ! সর্বদা এ উদ্দেশ্যে তাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করুন যে, আমরা এসব পার্থিব নেতাদের কাছ থেকে নিব না, বরং তাদের দিব। কৃতজ্ঞতার চেতনা সর্বাধিক আল্লাহ্‌র জন্য হওয়া প্রয়োজন। এরপর দেখুন! আল্লাহ্ তা'লার আশিস কিরূপে বৃদ্ধি পেতে থাকে। স্মরণ রাখুন! জামাতের কাজের বেলায় কখনো পার্থিবতাকে গুরুত্ব দিবেন না। যদি পার্থিবতার পূজারীদের গুরুত্ব দেন তবে স্মরণ রাখুন! পুরস্কারদাতা যে খোদা আছেন, তিনি এ পুরস্কাররাজি ফিরিয়ে নেয়ারও শক্তি রাখেন।

অতএব আমাদের উদ্দেশ্য সর্বদা খোদা তা'লার গুণকীর্তন এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন হওয়া প্রয়োজন এবং তা আছেও। কোন দুনিয়া-পূজারীর সাথে সম্পর্ক আমাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য নয়, কখনো হয়নি এবং হবেও না ইনশাআল্লাহ্। এসব জগত পূজারীর কাছ থেকে কিছু নেয়া কখনোই আমাদের জীবনের লক্ষ্য ছিল না, কখনো হবেও না আর হওয়া উচিতও নয়। আমাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য এটি নয়। সকল আহমদীর স্মরণ রাখা প্রয়োজন, আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে, সে যত শিক্ষিত-ই হোক আর মানুষের সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারী হোক, বিশ্ববাসীকে

এক খোদার সম্মুখে সমর্পিত বানাতে হবে। মহানবী (সা.)-এর পতাকাকে সকল গৃহ ও রাষ্ট্রের পতাকা থেকে উঁচুতে উড্ডীন করতে হবে। এটিই আমাদের উদ্দেশ্য। আপনারা অধিকাংশই এমটিএ-তে দেখেছেন এবং রিপোর্টেও পড়েছেন, আমি সেখানে যা কিছু বলেছি তা পবিত্র কুরআনের শিক্ষার আলোকে বলেছি এবং ইসলামের সত্য ও অনুপম শিক্ষা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এতে আমার কোন কৃতিত্ব নেই। আমি নিজেকে খুব বড় জ্ঞানী নয় বরং অধম দাস জ্ঞান করি। কিন্তু যে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতিনিধিত্বে আমি এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে গিয়েছিলাম, তাঁর সাথে তাঁর মনিব এবং আমাদের মনিব ও পথপ্রর্দশক হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতি ছিল 'নুসিরতু বির্‌রু'বে' (অর্থাৎ আমরা তোমাকে প্রতাপ দান করব)। লোকেরা বলে এটি অনেক বড় সভাকক্ষ এবং এর পূর্বে কখনো কল্পনা করারও সুযোগ হয়নি। সেখানে যাবার সময় গাড়ীতে দোয়া করছিলাম, তখনই আমার মনে হল, (হে আল্লাহ্) আমি তোমার এক নগণ্য বান্দা, তোমার বার্তা নিয়ে সেখানে যাচ্ছি, তোমার মসীহ্ মওউদ-এর প্রতিনিধিত্বে যাচ্ছি। তাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে 'নুসিরতু বিররু'বে'-এর যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে, আজও এর বহিঃপ্রকাশ ঘটাও। আল্লাহ্ তা'লা এই দোয়া কবুল করেছেন আর এ দৃশ্য কৌতুহলী আহমদীরাও দেখেছেন এবং অভিব্যক্তিও প্রকাশ করেছেন। এমনকি অন্যরাও এই অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন, আমরা 'নুসিরতু বির্‌রু'বে'-এর দৃশ্য সেখানে দেখেছি। মওলানা আব্দুল মালেক খান সাহেবের পুত্র আনওয়ার মাহমুদ খান সাহেব সেখানে বসবাস করেন, যিনি সেখানকার কেন্দ্রীয় আমেলার সদস্য। তিনি একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখেছেন। আমি মনে করি এটি আল্-ফযল এবং অন্যান্য পত্রিকায় ছাপা উচিত। তিনি সেখানকার অবস্থা এবং সেখানে রাজনীতিকদের উপর কেমন প্রভাব পড়েছিল এর উপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করেছেন। এ অনুষ্ঠানে ২৯জন কংগ্রেস সদস্য এবং সিনেটরস উপস্থিত ছিলেন। থিংক-ট্যাংক, পেন্টাগন এবং বিভিন্ন এনজিও থেকেও অনেকে এবং অনেক প্রফেসরও এতে উপস্থিত ছিলেন। সব মিলিয়ে এদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১১০ জন। সাধারণত বলা হয় আর সেখানকার প্রচলিত রীতি হচ্ছে, কংগ্রেসম্যান এবং সিনেটরগণ কোন অনুষ্ঠানে গেলে বেশিক্ষণ বসেন না, কিছু সময় পর তারা উঠে চলে যান। যাহোক এটি তাদের স্বভাব আর এর রহস্য কী তা তারাই ভালো জানেন। কিন্তু সেখানকার প্রত্যেকে জানে, তারা বেশিক্ষণ না বসে উঠে চলে যান। কিন্তু এই অনুষ্ঠানে দু'তিন জন, যারা পূর্বেই অনুমতি নিয়ে রেখেছিলেন, ছাড়া বাকি সবাই পুরো সময় বসে ছিলেন। এমনকি ক্যাপিটাল হিলের-ই একজন পুরনো কর্মকর্তা যিনি সেখানে কাজ করেন, তিনি বলেন, আমি এখানে ১৫ বছর ধরে আছি। প্রথম কথা হচ্ছে, এর পূর্বে আমি কখনো দশ জনের অধিক কংগ্রেসম্যান বা সিনেটরকে কোন অনুষ্ঠানে একত্রে উপস্থিত হতে দেখি নি। দ্বিতীয় কথা হল, পাঁচ-দশ মিনিট বা যেমন অনুষ্ঠান হোক না কেন, কয়েক মিনিটের বেশি তারা বসেন না। উঠে চলে যান। রাষ্ট্র প্রধানরা আসুক বা আমাদের নিজস্ব কোন অনুষ্ঠানই হোক, তারা এর বেশি বসেন না। এ বিষয়টি আমার জন্য একেবারেই অবাক করার মত ছিল। তিনি বলেন, বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ, বিরোধী দল এবং সরকারী দলের রাজনীতিবিদগণ সবাই একত্রে বসে ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত বসে থাকেন। আমি যে সিনেটরের উল্লেখ করেছিলাম যার সাথে আমার ২০০৮ সালে সাক্ষাত হয়েছিল এবং তখন বেশ দাম্ভিক ভাব দেখিয়ে ছিল, তিনিও সেখানে এসেছেন। শুধু তাই নয়, স্টেজে এসে বক্তব্যও দিয়েছেন আর যতক্ষণ আমার বক্তৃতা চলেছে তিনি বসে থেকে শুনেছেন। সিনেটর বা কংগ্রেসম্যানদের মাঝে কতক এমনও ছিলেন যারা আসন স্বল্পতার কারণে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন। অথচ এটি বেশ বড় একটি হল ছিল—যাতে তাদের কিছু লোক ছিল আর আমাদেরও ছিল। এটি সেখানকার বড় হল কিন্তু এখানকার মত এত বড় নয়, তবে এটিই সেখানকার সবচেয়ে বড় হল রুম যাকে গোল্ডরুম বলা হয়। এখানে বড় বড় অনুষ্ঠান হয়। তারা দাঁড়িয়েই বক্তৃতা শুনতে থাকেন যদিও বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল তাদের নীতি-পরিপন্থী। আমি সেখান যা বলেছি তার সারকথা এটিই ছিল, ইনসাফ (অর্থাৎ ন্যায় প্রতিষ্ঠা) কর। যদি সঠিকভাবে ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত না করা যায় তাহলে তোমরা যত ইচ্ছা

শক্তি প্রয়োগ কর, তোমাদের রাষ্ট্র তোমরা সামলাতে পারবে না। বড় দেশ ছোট দেশের প্রতি যত্নবান থাকবে— কেননা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এটি একান্ত আবশ্যক।

শান্তি পরিষদ এবং জাতি সংঘে সকল দেশের সমমর্যাদার ভিত্তিতে আসন পাওয়া উচিত। অন্যান্য দেশের সম্পদের প্রতি লোভাতুর দৃষ্টি দেয়া উচিত না। মোটকথা এ কথাগুলোই আমি তাদেরকে বলেছিলাম আর এটি তাদের চিন্তা চেতনা পরিপন্থী কথা ছিল আর এসব কিছুই পবিত্র কুরআনের শিক্ষার আলোকে আমি তাদেরকে বলেছি। আমার বক্তৃতার পর সেখানকার প্রথম মুসলমান কংগ্রেসম্যান, যিনি আফ্রো-আমেরিকান, তিনি আমাকে বলেন, আপনার এ কথাটি আমার খুব ভাল লেগেছে যে, অন্যদের সম্পদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে দেখো না। নীতি কী আর কোন দৃষ্টিতে দেখা হয় তারাও তা ভাল করে জানে। তিনি বললেন, এই বক্তৃতাটি ছাপিয়ে দ্রুত সবার কাছে পৌঁছানো উচিত। আর একজন কংগ্রেসম্যানের মন্তব্য ছিল এরূপ, এটি এমন একটি বাণী যা বর্তমানে আমেরিকার জন্য খুবই প্রয়োজন।

অতএব শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার কৃপায়-ই এদের কাছে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়েছে। প্রভাব পড়বে কি না, অথবা অস্থায়ীভাবে পড়লেও তার প্রভাব কতদিন থাকবে— তা জানা নেই। তবে কথা কানে নিক বা না নিক তাদের কাছে ইসলামের অনুপম শিক্ষা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।

কাজেই প্রকৃত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লার যিনি এ সুযোগ সৃষ্টি করেছেন আর এ বিষয়টি প্রত্যেক আহমদীকে স্মরণ রাখতে হবে। একইভাবে তাদের রাজনীতিবিদদের সাথে বিভিন্ন সাক্ষাতকারেও আমি ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছি। যদি তারা এদিকে মনোযোগ দেয় তাহলে বিশ্বও নৈরাজ্য থেকে রক্ষা পাবে এবং তারাও রক্ষা পাবে। যদি তারা এদিকে দৃষ্টি না দেয় তাহলে খোদা তা'লার তকদীরও আপন গতিতে কাজ করবে।

কানাডাতেও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমাদের একজন যুবক, সেক্রেটারী উমুরে খারেজা এবং তার টিমের সাথে বাইরের লোকদের সুসম্পর্ক আছে। নতুন লোকদের সাথেও সম্পর্ক তৈরি করেছেন এবং পুরনোদের সাথেও সম্পর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। অতএব তাদেরও আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত কেননা তিনি তাদেরকে জামাতের জন্য ভূমিকা রাখার এবং সত্য ও ন্যায়-নীতির বার্তা দেশবাসীর কাছে পৌঁছানোর সুযোগ দিয়েছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা এবং রাজনীতিবিদ সেখানে এসেছেন যাদের সাথে তারা আমার সাক্ষাত করিয়েছে। বিশ্বকে শান্তিধামে পরিণত করার জন্য এসব বড় বড় রাষ্ট্রের রাজনীতিবিদদেরকেও বুঝানো দরকার। তেমনিভাবে শিক্ষিত শ্রেণীকেও বুঝানো উচিত। এবার কানাডায় এমন দু'টি অনুষ্ঠান হয়েছে, একটি ছিল রিসিপশন বা সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অথবা বলতে পারেন সেখানে তারা নতুন একটি হল তৈরি করেছে 'তাহের হল' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। যেখানে স্থানীয় কানাডিয়ানরা বিশেষ সংখ্যায় উপস্থিত ছিলেন। রাজনীতিবিদদের এবং অন্যান্য শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্যে ইসলামী শিক্ষার আলোকে আমার কিছু বলার সুযোগ হয়েছে। কোন কোন অতিথির অত্যন্ত ইতিবাচক মন্তব্য আমার কানে পৌঁছেছে। আল্লাহ্ করুন তাদের এই ইতিবাচক মন্তব্য যেন তাদের চিন্তাধারা এবং নীতিতে পরিবর্তন আনয়নকারী হয়।

এই তাহের হল সম্পর্কে আমি প্রথমে এ বিষয়টিও বলে দিচ্ছি, প্রথমে একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান যেটি কোন কোন দাতব্য সংস্থা এবং এনজিও-কে সহায়তা দিয়ে থাকে, তারা দু'-আড়াই মিলিয়ন ডলার দেয়ার ওয়াদা করেছিল। অর্থাৎ এর নির্মাণ কাজে জামাত কিছু অংশ নিবে আর কিছু এরা দিবে। আমি যখন বিষয়টি জানতে পারি তখন আমি বললাম, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাদের টাকা ফেরত দিয়ে দেয়াই উত্তম। জামাতের নিজস্ব সামর্থ থাকলে জামাত যেন নিজেই এটি নির্মাণ করে। আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেছেন, তিনি জামাতকে সামর্থ দিয়েছেন এবং জামাত কয়েক মিলিয়ন ডলার খরচ করে এই হল এবং সাথে জামেয়া আহমদীয়ার নিজস্ব ভবনও নির্মাণ করেছে। মসজিদ নির্মাণের ব্যাপারেও কানাডা জামাতের বড় বড় পরিকল্পনা রয়েছে এবং কয়েক

মিলিয়ন ডলারের পরিকল্পনা তারা হাতে নিয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ অব্যাহত রয়েছে। কানাডা একটি কুরবানীকারী জামাত। আল্লাহ্ তা'লা তাদের ধন-সম্পদ ও জনবলে প্রভূত বরকত দিন। জামেয়ার জন্য এখন পর্যন্ত যে বিল্ডিংটি ব্যবহৃত হচ্ছিল সেটি একটি ক্রয়কৃত বিল্ডিং যাতে জায়গার সংকুলান হচ্ছিল না। এখন এর সাথে ভাল শ্রেণীকক্ষ ও অফিস প্রভৃতি নির্মাণ হয়ে গেছে এবং পিস ভিলেজেই এই জামেয়া অবস্থিত। আর এখান থেকে নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি করাও তুলনামূলকভাবে সহজ হয়।

এ বছর থেকেই এখানে জামেয়া আহমদীয়া আরম্ভ হবে ইনশাআল্লাহ্। অতএব এসব উন্নতি দেখেও আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসায় মন ভরে যায়। আল্লাহ্ তা'লা জামাতের প্রত্যেক সদস্যকে তাঁর প্রতি সত্যিকার কৃতজ্ঞ ও প্রশংসা কীর্তনকারী বান্দায় পরিণত করুন। জামাতের সাথে সু-সম্পর্কের বদৌলতে অন্টারিও'র প্রধানমন্ত্রী নাছোড়বান্দা হয়ে একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে সেখানে সর্বস্তরে জামাতের বেশ ভাল সম্পর্ক রয়েছে। তিনি যখন আমার কানাডা সফরের সংবাদ পান তখন আমাকে সংবর্ধনা দেয়ার জন্য একটি অনুষ্ঠান আয়োজনের ইচ্ছে ব্যক্ত করেন। এই অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আমার নেতিবাচক উত্তরের কারণ শুনে, অর্থাৎ আমার সময় কম এবং শহরে প্রধানমন্ত্রীর অফিস, সচিবালয় বা যেখানেই সংবর্ধনা অনুষ্ঠান করার ছিল বা নিজস্ব গেষ্ট হাউজ অথবা প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনই হোক সেখানে যাতায়াতে বেশ বেগ পেতে হবে এবং সময় নষ্ট হবে— তিনি বলেন, যদি এটিই প্রধান কারণ হয় তাহলে আপনারা যেখানে অবস্থান করছেন আমি এর নিকটে কোন বড় হোটেলে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করব। কিন্তু আপনাকে আসতেই হবে। যাহোক এ কারণে অস্বীকৃতির আর কোন অবকাশ থাকে নি। অতএব তিনি অনুষ্ঠান আয়োজন করেন। তিনি জামাতের সাথে সু-সম্পর্ক ও জামাতের বিভিন্ন কর্মকান্ডের উল্লেখ করে জামাতের ভূয়ষী প্রশংসা করেন। সেখানে যেসব নিমন্ত্রিত অতিথি এসেছিলেন তাদের উদ্দেশ্যেও দশ-পনের মিনিট ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা তুলে ধরার সুযোগ হয়েছে। কানাডা জামাতের কতিপয় কর্মকর্তা ও সাধারণ সদস্যের গণসংযোগের দিক থেকে খুব ভাল সম্পর্ক রয়েছে। যে সুসম্পর্ক পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা এখনো বিদ্যমান রয়েছে শুধু তাই নয় বরং উত্তরোত্তর এ সম্পর্ক বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাজেই আমি যেভাবে পূর্বেও বলেছি সর্বদা মনে রাখবেন, এটি আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় হয়েছে, কোন যুবক বা কারো ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় নয়।

আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে কানাডা জামাত নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার দিক দিয়ে যথেষ্ট উন্নত। আমি গত খুতবায় সেখানে তাদের ব্যবস্থাপনাগত কিছু ত্রুটির কারণে ব্যবস্থাপনার প্রতি কিছুটা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলাম। এরপর জামাতের সদস্যদের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের সময় তারাও কান্নাকাটি করে ক্ষমা চেয়েছে এবং পত্রের মাধ্যমেও। অথচ আমার অসন্তুষ্টি প্রকাশ যেটুকুই ছিল তা ছিল কেবল কয়েকটি বিভাগের ব্যাপারে এবং তাদের কর্মকর্তাদের প্রতি— জামাতের আপামর সদস্যের প্রতি নয়। জামাতের সদস্যগণের ভালবাসা ও আন্তরিকতার জন্যই আমি তাদের বলেছিলাম, তাদের আন্তরিকতা ও ভালবাসার প্রতি যদি দৃষ্টি না-ই থাকত তাহলে জলসা আমেরিকায় স্থানান্তরিত করে দেয়া হত।

অতএব সেখানকার জামাতের সাধারণ সদস্যদের প্রতি আমার কোন অভিযোগ নেই। তবে যেভাবে জলসার সময় কর্মকর্তা বা সাধারণ সদস্যদের দ্বারা বিভিন্ন ধরনের ভুলত্রুটি হয়ে থাকে তা হয়েছে। সাধারণত সব জায়গাতেই মহিলাদের কিছু না কিছু অভিযোগ থাকে। তাদের একটি অংশে বেশ হৈচৈ হওয়ার কারণে তারা মনোযোগ দিয়ে জলসার কার্যক্রম শুনতে পারে নি। কিন্তু এসব বিষয়ের সমাধান কর্মকর্তা ও কর্তব্যরত সদস্য এবং সদস্যাদের সঠিকভাবে দ্বায়িত্ব পালনের মাধ্যমে হতে পারে। যদি ক্ষমা চাইতে হয় তাহলে কতিপয় কর্মকর্তা ও ডিউটি প্রদানকারীদের চাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাদের দৃষ্টি এদিকে যায় নি। কিন্তু আমি অসন্তোষ প্রকাশ করেছি বলে সাধারণ আহমদী নারী-পুরুষ অস্থির হয়ে যাচ্ছিল। আল্লাহ্ তালার কৃপায় কানাডা জামাতের আন্তরিকতা এবং বিশ্বস্ততা দেখে খোদার প্রশংসায় মন ভরে যায়। পিস ভিলেজের একটি অংশে পূর্ব থেকেই

বসতি ছিল। এখন আশে পাশের আরো কিছু জায়গা যুক্ত হয়ে পিস ভিলেজের একটি বর্ধিত অংশ গড়ে উঠেছে। তেমনিভাবে রাস্তার অপর পাশেও বসতি গড়ে উঠেছে। আমার ধারণা, এখানে আহমদীদের প্রায় হাজার খানেক বাড়ি হয়ে গেছে। এ কারণে এ দিক থেকে এখানকার আধ্যাত্মিক আবহ বেশ উন্নত এবং সর্বদা মনে হয় যেন কোন আহমদী পরিবেশে রয়েছি।

আমি পূর্বেও বলেছি,আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় কানাডা জামাতের আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততা দেখে আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসায় হৃদয় ভরে যায় যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতে আল্লাহ্ তা'লা কী ধরনের মানুষ দান করেছেন! এ কেমন অপরূপ জামাত! যারা খিলাফতের প্রতি অপরিসীম ভালবাসা রাখে। আমি যেমন উল্লেখ করেছি, পিস ভিলেজে প্রত্যহ আধ্যাত্মিক আবহ বিরাজ করত, হাতে সময় কম ছিল এবং রমযান মাসও আসন্ন ছিল তা-না হলে তাদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা দেখে আরো কিছু দিন তাদের মাঝে থেকে যেতে মন চাইছিল।

কোন কোন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জলসার স্থান অপ্রতুল মনে হচ্ছিল- এটিও আল্লাহ্ তা'লার একটি বড় অনুগ্রহ। পার্কিং প্রভৃতির স্থানও সংকুলান হচ্ছিল না এজন্য জলসার বিস্তৃতি এবং জায়গার ব্যাপারেও কানাডা জামাতের চিন্তা করা প্রয়োজন। কীভাবে এর ব্যবস্থা হবে তা নিয়ে চিন্তা করা উচিত নয়। আল্লাহ্ তা'লা যখন প্রয়োজন বৃদ্ধি করছেন তখন তিনিই এর ব্যবস্থা করে দিবেন, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা। কিন্তু শর্ত হচ্ছে, সত্যিকার কৃতজ্ঞ ও গুণকীর্তনকারী বান্দা হতে হবে।

আমি কানাডা জামাতের সদস্যদেরকে আরেকটি কথা বলতে চাই তা হল, সম্প্রতি পাকিস্তান থেকে অনেক নতুন আশ্রয়প্রার্থী কানাডা, আমেরিকা এবং এখানেও (অর্থাৎ ইউকে-তেও) এসেছেন। তাদেরও স্মরণ রাখতে হবে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি বিশেষ কৃপা করেছেন, তাঁর কৃপারাজিকে আরো বেশি আকর্ষণের জন্য নিজেদেরকে পার্থিবতায় মত্ত না করে আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পৃক্ত করুন। আল্লাহ্ তা'লার আদেশ-নিষেধ এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখুন। যুবকরা বিশেষভাবে স্মরণ রাখবেন! যেভাবে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে তাঁর মহিমাকীর্তন করবেন তদনুসারে আল্লাহ্ তা'লার আশিসও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকবে। যেসব দুঃখ-কষ্টের কারণে পাকিস্তান থেকে এখানে এসেছেন সেগুলো সর্বদা স্মরণ রাখবেন তাহলে খোদা তা'লাকেও স্মরণ থাকবে। নবাগত নারী-পুরুষ সবাইকে সর্বদা উত্তম আদর্শ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যত্নবান থাকা উচিত। যেন একদিকে খোদা তা'লার আশিসের উত্তরাধিকারী হতে পারেন আর অন্যদিকে সাধারণ মানুষের জন্য এবং এখানে বসবাসকারী আহমদীদের জন্যও একটি উত্তম দৃষ্টান্ত হতে পারেন।

অতএব এ কথাটি সর্বদা স্মরণ রাখবেন, এখানে আসা কেবল পার্থিব লাভের উদ্দেশ্যে যেন না হয় বরং ধর্মও যেন বিবেচনায় থাকে। এখন ইনশাআল্লাহ্ তা'লা দু'দিন পরে রমযানও শুরু হতে যাচ্ছে, আমেরিকা এবং কানাডাতে সম্ভবত কাল থেকেই রমযান শুরু হচ্ছে। এই রমযান থেকেও প্রত্যেক আহমদীকে অনেক বেশি লাভবান হওয়া উচিত। নিজেদের দোয়া এবং ইবাদতগুলোকে সর্বোচ্চ মানে উপনীত করার জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রত্যেককে এর সৌভাগ্য দান করুন যেন আল্লাহ্ তা'লার আশিস পূর্বের তুলনায় অধিক হারে আমাদের উপর বর্ষিত হতে দেখি। আল্লাহ করুন যেন এমনটিই হয়।

এখন আমি জুমুআর নামাযের পর দু'টি গায়েবানা জানাযা পড়াব। প্রথম জানাযা হচ্ছে, চৌধুরী নাঈম আহমদ গোন্দল সাহেবের– যাকে গতকাল শহীদ করা হয়েছে। তিনি চৌধুরী আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব-এর ছেলে, অরাঙ্গী টাউন, জেলা করাচির অধিবাসী ছিলেন। গতকালই তাকে শহীদ করা হয়েছে, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

তাঁর দাদা ছিলেন মুকাররম মরহুম খোরশেদ আলম সাহেব। শহীদ মরহুম ১৯৬১ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ৯৯ চক, দক্ষিণ সারগোধার অধিবাসী ছিলেন। এরপর ১৯৭১ সালে গোন্দাল ফার্ম এলাকায় বদলী হয়ে আসেন। এরপর অরাঙ্গী টাউনে স্থানান্তরিত হন। ১৯১৪ সালে তাঁর দাদী হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন আর তাঁর দাদা পরবর্তীতে বয়আত করেন।

শহীদ মরহুম অর্থনীতিতে এমএ করেন এবং পরবর্তীতে এমবিএ করেন। এরপর তিনি 'স্টেট ব্যাংক অফ পাকিস্তান'-এর সহকারী পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। শাহাদতের ঘটনার বিবরণ এরূপ, ১৯ জুলাই সকাল ৮:১৫ টায় তিনি প্রতিদিনের ন্যায় অফিসে যাবার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হন। তিনি সাধারণত প্রতিদিনই ঘরের সামনে একটি সরু গলী অতিক্রম করে বড় রাস্তায় উঠতেন, সেখান থেকে ব্যাংকের নিজস্ব গাড়ী তাকে অফিসে নিয়ে যেত। তিনি যখন গলীতে প্রবেশ করেন তখন সামনে থেকে দু'যুবক এসে তার কানপট্টিতে গুলি করে, গুলি ডান দিক থেকে ঢুকে বা দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। যার ফলে নাঈম আহমদ গোন্দল সাহেব ঘটনাস্থলেই শাহাদত বরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

গত এগার বছর যাবত শহীদ মরহুম অরাঙ্গী টাউন হালকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে সেবারত ছিলেন। এর পূর্বে চার বছর তিনি অরাঙ্গী টাউন মজলিসের কায়েদ ছাড়াও এই হালকার যয়ীমও ছিলেন। তিনি সেক্রেটারী ওয়াকফে নও এবং মুরব্বী আতফালসহ বিভিন্ন পর্যায়ে থেকে জামাতের সেবা প্রদান করেছেন। মরহুম অত্যন্ত উত্তম গুণাবলীসম্পন্ন, মিশুক এবং সহিষ্ণু স্বভাবের মানুষ ছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দারাও এ ধরনের গুণাবলীর কথাই ব্যক্ত করেছেন। কিছুদিন থেকে অরাঙ্গী টাউন এলাকার অবস্থা খারাপ ছিল— বিরোধিতা চলছিল কিন্তু তিনি সর্বদা অত্যন্ত সাহসিকতা এবং ন্যায়-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে সব বিষয়ের মোকাবিলা করেছেন। নির্ভীক ও সাহসী মানুষ ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি মূসীও ছিলেন।

কতক অ-আহমদী তাঁর মৃত্যুতে সমবেদনা প্রকাশের জন্য আসলে তারাও মরহুমের উন্নত গুণাবলী বর্ণনা করেন। তিনি এখানেও বেশ কয়েক বছর ধরে জলসায় আসতেন আর যার ঘরে অবস্থান করতেন সে ঘরের মেয়েরা বলেছে, আমরা দেখেছি, জলসার অতিথি ছাড়াও আমাদের ঘরে এমনিতেই অনেক অতিথি সমাগম ঘটত। তিনি (শহীদ) নিজেই মেযবান সেজে তাদের আতিথেয়তা করতেন। এমনকি তিনি এতটাই বিনয়ী ও নিরহংকারী মানুষ ছিলেন, যখন তিনি নিজের জুতো পালিশ করতেন, অন্য অতিথিদের জুতোও পালিশ করে দিতেন। একবার তিনি জলসায় এসেছিলেন তখন এখানে খুবই বৃষ্টি ছিল, তিনি যে বাড়ীতে থাকতেন সেই পরিবারের সদস্যরা ঘরে এসে কর্দমাক্ত গামবুট খুলে রাখেন এবং সকালে উঠে দেখেন সবার বুট পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন আর লাইন করে সাজানো রয়েছে। তিনি রাতে বাড়িতে আগত সকল অতিথির বুট থেকে মাটি পরিস্কার করে পালিশ করে যেগুলো ধোয়া যায় সেগুলো ধুয়ে মুছে রেখেছেন। তিনি পরম বিনয়ী স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। তাঁর কোন সন্তান ছিল না কিন্তু তাঁর স্ত্রী বলেন, তিনি এমনভাবে আমার প্রতি খেয়াল রাখতেন, আমার মনে হয়, আমার পিতা-মাতাও হয়ত জীবনে এত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আর ভালবাসা আমাকে দেন নি যা তিনি আমাকে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা বৃদ্ধি করতে থাকুন আর আল্লাহ্ তালা অচিরেই পাকিস্তানে বিরাজমান এই কঠিন যুগের অবসান ঘটান।

যেভাবে আমি বলেছি, আমাদেরকে দোয়ার প্রতি অনেক বেশি মনোযোগী হতে হবে আর বিশেষভাবে এই রমযানে এই বিষয়কে সামনে রেখেও কিছু দোয়া বিশেষভাবে পাকিস্তানের আহমদীদের করা উচিত আর বিশ্বের অন্যদেরও দোয়া করা উচিত যেন আল্লাহ্ তালা শীঘ্রই এ সমস্ত কাঠিন্যের দিন বদলে দেন।

দ্বিতীয় জানাযা মুকাররম সাহেবযাদা মির্যা হাফীয আহমদ সাহেবের যিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর পুত্র ছিলেন। ১৪ই জুলাই দিবাগত রাতে ৮৬ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি হযরত উম্মে নাসের-এর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত নম্রভাষী ও গরীবের সেবক ছিলেন। তিনি মৌলভী ফাযেল পাশ করেন

এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাঁকে সিন্ডিকেট যা সিন্ধের জমির একটি নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ছিল সেখানে নিযুক্ত করেন। সেখানেই তিনি কাজ করতেন। এরপর এটি বন্ধ হয়ে গেলে নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য করতে থাকেন। খিলাফতের সাথেও তাঁর বেশ ভাল সম্পর্ক ছিল। আমাকে নিয়মিত পত্র লিখতেন আর তিনি সর্বদা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততাপূর্ণ সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ করেছেন। তিনি আমার মামা ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁরও পদমর্যাদা উন্নত করুন আর তাঁর প্রতি ক্ষমার আচরণ করুন। জুমুআর নামাযের পর এই গায়েবানা জানাযার নামায পড়া হবে।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)